সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

জুলাই শহিদ দিবস ২০২৫ উপলক্ষে

মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর **প্রফেসর ড. মোঃ আলিমুল ইসলাম-এর**

বাণী

বাংলাদেশের গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার এবং নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে জুলাই শহিদ দিবস এক ঐতিহাসিক ও গৌরবময় মাইলফলক। জুলাই আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক গৌরবময় এবং একই সাথে শোকাবহ দিন। আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করি সেই সকল বীর শহিদদের, যারা গণমানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের আত্মত্যাগ আমাদের জাতীয় চেতনা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছে।

জুলাই শহিদ দিবস শুধুমাত্র একটি দিন নয়-এটি একটি আত্মত্যাগের ইতিহাস, একটি গণজাগরণের প্রতিচ্ছবি, যেখানে দেশের সাধারণ মানুষ তাদের প্রিয় মাতৃভূমির জন্য বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল। জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছিল মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের এক সাহসী প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ। এই মাসে দেশব্যাপী সংঘটিত হয় আন্দোলন, বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ-যা রুখতে শেখ হাসিনার ভোটারবিহীন সরকার নির্মমভাবে দমননীতি গ্রহণ করে। কিন্তু গুলি, গ্রেফতার বা নিপীড়ন কখনোই স্তব্ধ করতে পারেনি সেই জনতার প্রতিবাদী কণ্ঠ। অনেকেই শহিদ হন, কিন্তু তাঁদের আত্মত্যাগই নতুন ইতিহাসের জন্ম দিয়েছে।

এই মহান দিবসে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই সেই সব বীর শহিদদের প্রতি, যাঁরা দেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় নিজেদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তাঁদের রক্তে লেখা হয়েছে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও গণতন্ত্রের মূল্য এর অমর ইতিহাস। জুলাই গণঅভ্যুত্থান আমাদের শেখায়-ন্যায়, মানবিকতা এবং গণঅধিকার কখনো কোনো চাপিয়ে দেওয়া শাসনের অধীনে স্থায়ী হতে পারে না। একটি জাতির প্রকৃত উন্নয়ন কেবলমাত্র তখনই সম্ভব, যখন সেখানে ন্যায়ের শাসন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বজায় থাকে।

জুলাই শহিদ দিবস শুধু একটি তারিখ নয়, এটি একটি প্রতিবাদ, একটি প্রতিরোধ এবং একটি আদর্শের নাম। শহিদদের রক্তে রঞ্জিত এই দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয়, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচারের পক্ষে কথা বলার জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সত্য, মুক্ত চিন্তা ও মানবিক মূল্যবোধের কেন্দ্রস্থল। আমি সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানাই—আমরা যেন শহিদদের আদর্শকে ধারণ করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীলতা, সততা ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করি।

শহিদদের স্মরণে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—আদর্শের পতাকা সবসময় উড্ডীন থাকবে। বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেক অভ্যুত্থান হয়েছে-রক্তাক্ত, সামরিক, হঠাৎ ঘটে যাওয়া। কিন্তু ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থান ছিল ভিন্ন ধরনের এক জাগরণ, এই অভ্যুত্থান এসেছে ছাত্রদের বুক চিরে, জনগণের কণ্ঠে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, বুলেটে, মায়ের চোখের পানিতে, রিকশাওয়ালার স্যালুটে। এই আন্দোলন ছিল জেনারেশন জেড এর মনোজগতে জমে থাকা ক্ষোভের আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, যেখানে নেতৃত্ব এসেছে তৃণমূল থেকে। বিগত ১৬ বছর ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল স্বৈরাচার সরকারের বিরুদ্ধে যে লড়াই সংগ্রাম চালিয়ে ছিল তা এক হয়ে যায় নতুন প্রজন্মের লড়াইয়ের সাথে। সবকিছু যেন এক বিন্দুতে মিলিত হয়ে বিস্ফোরিত হয়েছে আগ্নেয়গিরির লাভার মতো।

জুলাই শহিদ দিবস বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়, যেখানে জনতার ক্রমাগত ক্ষোভ, বঞ্চনার অভিজ্ঞতা এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা মিলিত হয়ে রূপ নেয় গণঅভ্যুত্থানে। এটি কেবল একটি আন্দোলন ছিল না; বরং এটি ছিল একটি জাতির আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা। এই মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষার্থী, কৃষক, শ্রমিক, পেশাজীবী-সব শ্রেণির মানুষ রাস্তায় নামে। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলে, দুর্নীতির প্রতিবাদ করে এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠার দাবিতে সোচ্চার হয়। রাষ্ট্রযন্ত্র যখন জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে, তখনই ইতিহাসে জন্ম নেয় এমন গণঅভ্যুত্থান। জুলাইয়ের এই গণআন্দোলন ছিল দৃঢ়তা, ঐক্য এবং সাহসিকতার প্রতীক। আন্দোলনের তীব্রতা এতটাই ব্যাপক হয় যে শেষ পর্যন্ত ৫ আগস্টে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন ঘটে। এটি প্রমাণ করে একটি সংগঠিত ও সচেতন জনসমাজ চাইলে যেকোনো স্বৈরশাসনকে পরাজিত করতে পারে।

আসুন, আমরা সবাই মিলে এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলি যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মানবাধিকার ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত হয়; যেখানে রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। শহিদদের আত্মত্যাগ তখনই সার্থক হবে, যদি আমরা তাঁদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে একসাথে কাজ করি।

আজকের এই দিনটি কেবল শোক নয়, সম্মান ও প্রত্যয়ের দিন। যাঁরা নিজেদের জীবন দিয়ে আমাদের গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার রক্ষা করেছেন তাদের স্বপ্ন পূরণে আমরা ব্রত হই।

১৬ জুলাই ২০২৫
প্রশাসনিক ভবন
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

(প্রফেসর ড. মোঃ আলিমুল ইসলাম)
ভাইস-চ্যান্সেলর

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় দিবস উদযাপন কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত এবং জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত